সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষেবা
সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ
বাঁকুড়া

১। প্রি-ম্যাট্রিক বৃত্তিলাভ (প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত)

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে, তাদের এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

যোগ্যতা

বার্ষিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর এবং যাদের অভিভাবকদের বার্ষিক আয় কোনও ভাবেই এক লক্ষ টাকার বেশি নয়, সেই ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তির সুযোগ পাবে।

ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা : এই বৃত্তির ৩০ শতাংশ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত।

২। ম্যাট্রিকোত্তর বৃত্তিলাভ (একাদশ থেকে পি-এইচ-ডি শ্রেণী পর্যন্ত)

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা যারা আর্থিবভাবে পিছিয়ে, তাদের এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

যোগ্যতা

বার্ষিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর এবং যাদের অভিভাবকদের বার্ষিক আয় কোনও ভাবেই দুই লক্ষ টাকার বেশি নয়, সেই ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তির সুযোগ পাবে।

ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা : এই বৃত্তির ৩০ শতাংশ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত।

৩। রাজ্য সরকারের স্টাইপেন্ড

এটি উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের স্কিম।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

মাধ্যমিকে ৬৫ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ এবং স্নাতক স্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারে।

নির্বাচন পদ্ধতি

বাৎসরিক পরিবারিক আয় ৮০ হাজার টাকার নিচে হলে তবেই আবেদন করা যাবে।

৪. টার্ম লোন

যে কোনও বানিজ্যিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা দেওয়া হয়। ১-৫ লাখ টাকার ঋণের ক্ষেত্রে জাতীয় বিত্ত নিগমের অনুমোদন প্রয়োজন। ৫বছরে ২০ কিস্তির মাধ্যমে ঋণ ফেরত দিতে হয়।

যোগ্যতা

১। ঋণ গ্রহিতাকে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২। ঋণ গ্রহিতাকে স্বীকৃত সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ অথবা পার্শি হতে হবে।
৩। ঋণ গ্রহিতার বাৎসরিক পরিবারিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫৫ হাজার টাকার কম হতে হবে।
৪। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫। অন্য কোনও ঋণদান প্রতিষ্ঠানে তার কোন ঋণ বকেয়া থাকা চলবে না।

কীভাবে আবেদন করতে হবে

আবেদনকারীকে নিগমের নির্দ্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে।ফর্ম পাওয়া যাবে এবং জমা দিতে হবে গ্রাম্য এলাকায় ব্লক অফিস এবং মিউনিসিপাল এলাকায় সাবডিভিশন অফিসে।

৫। শিক্ষা ঋন

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক কোর্সে-এর ক্ষেত্রে ঋন দেওয়া হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক, কারিগরি পাঠক্রমে ভর্তির পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঋণের সীমা পুরো কোর্সের জন্য সর্বাধিক ২.৫ লক্ষ টাকা।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

১। ঋণ গ্রহিতাকে স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হতে হবে।
২। ঋণ গ্রহিতার বাৎসরিক পরিবারিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫৫ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে।
৩। আবেদনকারীকে ১৬-৩২ বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে।

সুদের হার :- ঠিক সময়ে পরিশোধ করলে ঋনটি সুদবিহীন।

৬। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঋণ প্রকল্প

দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সরাসরি ঋণ দান প্রকল্প।

৭। অনুমোদিত/সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ।

ছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গনে আনার লক্ষে সরকার এই প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

৮। ক্লাস্টার লোন স্কিম

চলতি প্রকল্পের জন্য সর্বাধিক ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। শোধ করতে হয় ৩০ টি মাসিক কিস্তিতে।এই ঋণ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যোগ্যতা :- টার্ম লোনের মতোই।

ঋণ শোধ

২৫ হাজার টাকা লোনের ক্ষেত্রে ২ বছর ৬ মাসের মধ্যে ৩০ টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।২৫ হাজার বেশি লোনের ক্ষেত্রে ৫ বছরের মধ্যে ২০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে শোধ করতে হয় ।

বিশেষত্ব :- ২৫হাজার টাকা পযন্ত ক্লাস্টার লোনের ক্ষেত্রে কোনো গ্যারান্টার লাগে না।

৯. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

সংখ্যালঘু যুবকদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থার মাধ্যমে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা :- ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা :- পুরুষদের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী
মহিলাদের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শ্রেণী

বাৎসরিক পারিবারিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫৫ হাজার টাকার কম হতে হবে।

১০। ফ্রী কোচিং এবং এলায়েড স্কিম

সংখ্যালঘু যুবকদের সরকারি ও বেসরকারি চাকরির জন্য কর্মযোগ্য উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে, যাতে তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিপল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে।

১১. 'গীতাঞ্জলি' আবাসন প্রকল্প

নিম্ন আয় সম্পন্ন ব্যাক্তিদের নুন্যতম আবাসনের ব্যবস্থা প্রদান সুনিশ্চিতকল্পে সরকারী উদ্যোগে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে রাজ্যসরকারের সংস্থান প্রাপ্ত এই প্রকল্পের নাম **'' গীতাঞ্জলি''** রাখা হয়েছে। তৃণমূল স্তরে জন-প্রতিনিধি এবং সথশ্লিষ্ট সরকারী আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে গৃহীত এই প্রকল্পের অগ্রগতির হার জেলায় উল্লেখযোগ্য।

১২. দুঃস্থ সংখ্যালঘু মহিলা পুর্নবাসন কর্মসূচী

বিবাহ বিচ্ছিন্না সংখ্যালঘু মহিলাদের আশ্রয় ও জীবিকা প্রধান সমস্যা। স্ব-নির্ভর ও অর্থকারী সংস্থানের বাবস্থা করাই মূল লক্ষ্য।

লক্ষ্য:- এই কারণে এম. ডব্লু. ই. পি. অর্থাৎ সংখ্যালঘু মহিলা রোজগার প্রকল্পের মধ্যমে অশ্রয় প্রদান এবং অর্থকারী দক্ষতা অর্জনের জনা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য।

রূপায়নকারী কর্তৃপক্ষ :- জেলা শাসক মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ডি. এল. সি. এম. এ অর্থাৎ জেলা স্তরীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি এই কর্মসূচীর রূপায়নের দায়িত্বে থাকিবেন।

উপভোক্তা চয়ন:-

ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
খ) বিবাহ বিচ্ছিন্না, স্বামী পরিত্যক্তা অথবা নিঃসহায় হতে হবে।
গ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/ সভাপতি/ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/ পুরপিতা/ ডোমার দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র গৃহিত হবে।

১৩. বিশেষ অনুন্নত এলাকার অর্থনৈতিক তহবিল

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে দারিদ্র সীমার নীচে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের অর্থিক স্বনির্ভর করে তোলার এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী আইন পদ্ধতি মোতাবেক চয়ন করে এই প্রকল্পের কাজ আমাদের জেলাতেও বাস্তবায়িত হচ্ছে। অগ্রগতির হার বেশ সন্তোষজনক।

১৪. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যানে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান প্রকল্প।

উদ্দেশ্য:- এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলির বর্তমান পরিকাঠামোর পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং গ্রহন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

আবেদন সংক্রান্ত শর্তাবলী:

ক) সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি উপযুক্ত নিবন্ধক কর্তৃপক্ষের নিকট সমিতি/কোম্পানী/ট্রাষ্ট হিসাবে নথিভুক্ত হতে হবে।
খ) সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রুপায়নের ক্ষেত্রে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
গ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির নিজস্ব প্রশাসনিক পরিকাঠামো থাকতে হবে।
ঘ) প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে সংগঠনটির আর্থিক সচ্ছলতা থাকা চাই।
ঙ) সংখ্যালঘু নিবিড় অঞ্চলের কাছাকাছি সংগঠনটির অবস্থিতি হতে হবে, যাতে বেশী সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এই সুযোগ নিতে পারেন।
চ) কোনো প্রকল্প রূপায়নে সংগঠনের বানিজ্যিক মুনাফা অর্জন করা চলবে না।

প্রকল্প জমাদেওয়ার পন্থা পদ্ধতি:

ক) P.W র নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকার স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থার উপযুক্ত কারীগরি বিষয়ের দক্ষ আধিকারিক দ্বারা প্রস্তুত পরিকল্পনা, প্রাক কলন, স্থানের বিবরন ইত্যাদি সম্বলিত প্রকল্পটি জমা দিতে হবে।
খ) পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পটি জেলাশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে প্রেরিত হবে।জেলাশাসক মহোদয়ের নির্দিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদত্ত আকারে সহি প্রয়োজন।
গ) প্রকল্পটির সাপেক্ষে মতামত প্রদান কালে সংশ্লিষ্ট স্বচ্ছাসেবী সংগঠনটির পরিচিতি ও কর্মদক্ষতা সংক্রন্ত নিজ বিচার জেলাশাসক মহোদয় লিপিবদ্ধ করেন।

সাহায্য মঞ্জুর করা সংক্রান্ত:

ক) প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি বিশেষত: স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির অভিজ্ঞতা ও গ্রহনযোগ্যতা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের অধিকর্তা মহাশয় দ্বারা পরীক্ষিত হবে এবং দপ্তরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বে ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকের উপস্থিতিতে নির্বাচিত সংগঠনগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
খ) এই বিষয়ে আবেদনকরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রন্ত ক্ষেত্রে প্রমানিত যোগ্যতা, এবং অর্থ সংস্থানের বিষয়টি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।
গ) কোনো কারন দর্শান ছাড়াই, আবেদন -পত্র গ্রহন ও বর্জণ করা হবে।

১৫. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র - ছাত্রীদের হস্টেল নির্মান এবং পরিচালনা.

সরকারী বৃত্তি প্রাপক সংখ্যালঘু ছাত্র - ছাত্রীদের পরবর্তী উচ্চতর বিদ্যা-অর্জনে ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খা অনুভব হওয়ায়, মহা-বিদ্যালয়ের স্তরে পঠন -পাঠনের পাশাপাশি উপযুক্ত পরিমানে হস্টেল নির্মান লক্ষে এই প্রকল্প গৃহিত হয়েছে।

ক) জমি ও তার অবস্থান।

ওয়াকফ্ বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা পরিচালিত হস্টেলের ক্ষেত্রে

অ) নির্বাচিত জমিতে কোন আইনি জটিলতা থাকা চলবে না এবং কলকাতা, জেলা-সদর বা উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ আছে এমন শহরগুলি ই বিবেচিত হবে।
আ) রায়তি জমির ক্ষেত্রে ডিড অফ গিফট্ এবং সরকারী বা স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক জমি এই দফতরের নামে স্থানান্তরিত হবে।

স্বীকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হস্টেলের ক্ষেত্রে

ক) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব মালিকানার এই নির্মানের জন্য জমি থাকতে হবে।
খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্র - ছাত্রীদের হস্টেল আবাসনের জন্য সংখ্যা গ্রহনযোগ্য হতে হবে।
গ) আবাসিকদের নিরাপত্তা এবং হস্টেল সুচারু রুপে পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে গ্রহন করতে হবে।
ঘ) উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠন গুলিকে সরকারী অথবা সরকারী সহায়তা প্রপ্ত এবং কেন্দ্র/ রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন বোর্ড, কাউন্সিল / বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।

প্রস্তাবিত জমির পরিসর পর্যাপ্ত হবে যাতে লন সমেত চার তলা পর্যন্ত ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং, ১০ ডেসিমেলের কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাথমিক ভাবে, ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রকল্পের প্রস্তুতি এবং জমাদেওয়ার পদ্ধতি:

প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব, জেলাশাসক মহোদয়ের সংশ্লিষ্ট আকারে প্রদত্ত পরিকল্পনা ও প্রাক কলনের উপর সহি এবং এক প্রতিবেদন সমেত গৃহিত হবে।

সংখ্যালঘু বিষয় এবং মাদ্রাসা-শিক্ষা দপ্তরে প্রেরণের পূর্বে সংখ্যালঘুবিষয় সংক্রান্ত জেলা স্তরের কমিটি (ডি-এল-সি-এম-এ) দ্বারা মনোনিত হতে হবে।

১৬. সুসংহত সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প (I.M.D.P.)

গত ২০১০-২০১১ আর্থিক বছরে সরকার রাজ্যে সুসংহত সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে। এই জেলাতেও সাফল্যের সঙ্গে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, কৃষি, ভূমি-সংস্কার, সেচ, মীন উন্নয়ন, সংখ্যালঘু মহিলাদের ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের উন্নয়নের কাজে জোয়ার এসেছে।

* **বিশদ বিবরণের জন্য জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন।* ফোন নং ০৩২৪২-২৫৭৬৫৮***
* **অথবা সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।**